পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের পথনির্দেশিকা ২০২৫-২৬

পাইলট উদ্যোগ:

সরকারি প্রশিক্ষণকেন্দ্রসমূহে পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, পরিবেশগত সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। এই বাস্তবতায় মন্ত্রণালয়ের কাঠামোগত ও নীতিগত সংস্কার সময়োপযোগী ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। নানামুখী সংস্কার প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করে "পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের পথনির্দেশিকা ২০২৫-২৬" পুস্তিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পুস্তিকায় সংকলিত সংস্কার প্রস্তাবগুলি যেন কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হয়েছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

মোহাম্মদ তারিফুল বারী
যুগ্মসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ
- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ
- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা
- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সনাক্তকরণ, সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণরোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ভিশন:

জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় টেকসই বন ও পরিবেশ।

মিশন:

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, গবেষণা, উদ্ভিদ জরিপ, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাস উপযোগী টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

প্রেক্ষাপট

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়। ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কি:মি: আয়তনের এ দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২৩ লক্ষ হেক্টর, যা দেশের মোট আয়তনের ১৫.৫৮%। প্রায় স্বল্প আয়তনের ভূখণ্ডে অধিক জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণ, নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত দেশের অভীষ্ট অর্জনের জন্য গৃহীত কর্মকাণ্ডের ফলে এ দেশে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর চাপ বাড়ছে। এছাড়া বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পরিবেশ রক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ জারির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিভাগ এবং বন বিভাগ নামে দুটি বিভাগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বিগত ০৩ আগস্ট ১৯৮৯ সালে তৎকালীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে পরিবেশ অধিদপ্তর নামকরণ করে বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর সমন্বয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ২০১৮ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় নামে এ মন্ত্রণালয় পুন:গঠন করা হয়। বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ০৭টি দপ্তর ও সংস্থা রয়েছে: পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বন শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট।

বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস-এর আওতায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় পরিবেশ সংরক্ষণ, বন ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্ব পরিবেশ, প্রতিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন করা। এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো বায়ু, পানি, মাটি ও শব্দ দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন। এছাড়া স্থল, জলাভূমি ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের আওতায় পড়ে।

বন সংরক্ষণ ও পুনঃসৃজন কার্যক্রম এই মন্ত্রণালয়ের কাজের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। সরকারি ও বেসরকারি বনভূমি সংরক্ষণ, সামাজিক বনায়ন, বনজ সম্পদ

আহরণ ও বিপণন, এবং রাবার, আগর, ঔষধি ও অন্যান্য বিপন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। উদ্ভিদ উদ্যান, উদ্ভিদ জরিপ, বনজ কৌলিক সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, এবং বনসম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, ইকো-পার্ক, সাফারি পার্ক ও মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনাও এ মন্ত্রণালয়ের অধীন।

এছাড়া, মন্ত্রণালয় নিজস্ব পরিকল্পনা, প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন সংরক্ষণের সক্ষমতা বাড়ানো এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাও এর কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত।বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স ফান্ডসহ অন্যান্য জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রোটোকল ও চুক্তির বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পড়ে। বিসিএস (বন) ক্যাডার ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকি, পরিবেশ ও বন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ, তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং নির্ধারিত ফি সংক্রান্ত নীতিমালাও এ মন্ত্রণালয় প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

সার্বিকভাবে, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা, পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা, পরিবেশ রক্ষা এবং জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে দ্রুত নগরায়ন, শিল্পের সম্প্রসারণ, জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের কাঠামো ও নীতিমালায় সময়োপযোগী সংস্কার এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।

বর্তমান চিত্র (অভ্যন্তরীণ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পরিবেশগত আইন ও নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হলেও কার্যকর বাস্তবায়নে একাধিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কাজের ভিত্তি হিসেবে রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন যেমন: বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং এর সংশোধনী ২০১০; পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩; জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮; ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩; বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭; বন আইন, ১৯২৭; এবং বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২। এছাড়াও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন, বন ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার লক্ষ্যে জিওবি ও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

তবে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা আরও কার্যকরভাবে করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়ের আরও কিছু সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পানি দূষণ রোধে নির্দিষ্ট বিধিমালা অনুপস্থিত এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণবিধি হালনাগাদ প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত দিক থেকে মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো দীর্ঘদিন ধরে হালনাগাদ হয়নি, যা কার্যকর নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত; এবং বন অধিদপ্তর ও বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়হীনতা বিদ্যমান। পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কিছু কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হলেও বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া, NAQMP (National Air Quality Management Plan) এর অধীনে বর্ণিত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রকৌশল সহায়তা অনুপস্থিত।

সবমিলিয়ে, এই মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ কনটেক্সটে আইনি কাঠামো এবং নীতিমালার উপস্থিতি থাকলেও, কাঠামোগত দুর্বলতা, জনবল ঘাটতি, সমন্বয়ের অভাব এবং প্রয়োগের দুর্বলতা কার্যকারিতা হ্রাস করছে। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় প্রয়োজন মন্ত্রণালয়ের কাঠামোগত সংস্কার, জনবল ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়।

বর্তমান চিত্র (বাহ্যিক):

বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বাহ্যিক প্রেক্ষাপটে একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুযোগ রয়েছে, তেমনি রয়েছে বেশ কয়েকটি জটিল হুমকি। পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং এই খাতে সক্রিয় আগ্রহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডে গতি আনতে সহায়ক। পাশাপাশি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর আগ্রহ এবং UNFCCC, Paris Agreement, Convention on Biological Diversity (CBD), Ramsar ইত্যাদি আন্তর্জাতিক কনভেনশনের আওতায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ পরিবেশ ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করার পথ সৃষ্টি করছে।

অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত—বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বন্যা ও খরা—প্রতিনিয়ত দেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তদুপরি, শিল্প খাতে অনেক উদ্যোক্তা পরিবেশ আইনের যথাযথ প্রয়োগে অনাগ্রহী, ফলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া, অবৈধভাবে নদী ও বনভূমি দখল পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করছে এবং টেকসই উন্নয়নকে হুমকির মুখে ফেলছে। ট্রান্সবাউন্ডারি বায়ু ও পানি দূষণও আমাদের পরিবেশগত দূষণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার একটি বড় চ্যালেঞ্জ যা আঞ্চলিক সহযোগিতার দাবি রাখে। এই বহুমাত্রিক বাহ্যিক চিত্র মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে সময়োপযোগী, সমন্বিত ও প্রমাণভিত্তিক কৌশল গ্রহণের দাবি রাখে।

১. প্র্যাক্টিস রিফর্ম (Practice Reform)

১.১ পরিবেশ দূষণ ও বন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির একীভূত মনিটরিং ব্যবস্থা প্রচলন

প্রেক্ষাপট:

জিআরএস সিস্টেম, হট লাইন এবং ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গৃহীত এবং পত্রিকায় প্রকাশিত পরিবেশ দূষণ ও বন সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ দু'টি পৃথক অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। এ পদ্ধতিতে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রমটির সার্বিক তদারকি ও পরিবীক্ষণ ব্যাহত হয়। অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রমটি দু'টি অনুবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটির মাধ্যমে তদারকি ও পরিবীক্ষণ করা হলে অধিকতর কার্যকর ও দক্ষতার সাথে জনগণকে অভিযোগ সংক্রান্ত সেবা প্রদান সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য:

পরিবেশ দূষণ ও বন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির সার্বিক তদারকি ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে একীভূত মনিটরিং ব্যবস্থা প্রচলন।

ফলাফল:

জিআরএস সিস্টেম, হট লাইন এবং ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গৃহীত এবং পত্রিকায় প্রকাশিত পরিবেশ দূষণ ও বন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির অধিকতর কার্যকর তদারকি ও পরিবীক্ষণ।

মূল দায়িত্ব:

প্রশাসন অনুবিভাগ

সহযোগিতায়:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আইন অনুবিভাগ

আউটপুট:

পরিবেশ দূষণ ও বন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির একীভূত মনিটরিং ব্যবস্থা।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

১.২ পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের ভিজিবিলিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার

প্রেক্ষাপট:

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হলেও জনগণ এ বিষয়ে সার্বিকভাবে অবহিত নয়। এতে জনগণের মাঝে পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর দিক এবং দূষণের শাস্তির মাত্রা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম ফেসবুক, ইউটিউবসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হলে ভিজিবিলিটি বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

উদ্দেশ্য:

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের ভিজিবিলিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার

ফলাফল:

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ জানতে পারবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়বে।

মূল দায়িত্ব:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আইন অনুবিভাগ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর

আউটপুট:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট সম্পর্কিত কার্যক্রম প্রচারের জন্য সৃষ্ট একাউন্ট/ আইডি সংখ্যা এবং এগুলিতে উল্লেখযোগ্য ভিউ ও সাবস্ক্রিপশন।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

১.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারণা কার্যক্রমে ধর্মীয় নেতাদের অন্তর্ভুক্তি

প্রেক্ষাপট:

পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে: মসজিদ, মন্দির ও গির্জায় পরিবেশ সংরক্ষণের ধর্মগ্রন্থভিত্তিক বক্তব্য প্রদান, যাতে জনগণের মাঝে দায়বদ্ধতা জাগানো যায়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মশালা ও জনমেলায় নেতারা মূল বক্তা হিসেবে পরিবেশবান্ধব আচরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন। প্রধান উৎসব—ঈদ, পূজা, বড়দিন—উদযাপনে প্লাস্টিকবিহীনতা ও বৃক্ষরোপণ "সবুজ প্রতিশ্রুতি"র গুরুত্ব এবং শব্দ দূষণের ক্ষতিকর দিক প্রচার করা হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের স্বাক্ষরিত ভিডিও বার্তা ও বিবৃতি ছড়িয়ে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে। স্থানীয় বৃক্ষরোপণ অভিযানে তাদের নেতৃত্বদান নিশ্চিত করা ও পরিবেশবিদদের সঙ্গে সংলাপ ফোরাম আয়োজন পরিবেশগত শিক্ষাকে ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে সংযুক্ত করবে।

উদ্দেশ্য:

পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারণা কার্যক্রমে ধর্মীয় নেতাদের অন্তর্ভুক্তি

ফলাফল:

পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

মূল দায়িত্ব:

ধর্ম মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

আউটপুট:

পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারণা কার্যক্রমে ধর্মীয় নেতাদের অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালা, সভা ও লিফলেট বিতরণ।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

১.৪ পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় যুবক কম্যুনিটিকে অন্তর্ভুক্তি

প্রেক্ষাপট:

পরিবেশ সংরক্ষণে স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহণ টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নে জনগণের মতামত গ্রহণ, স্থানীয় সংগঠন গঠন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান, পরিবেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। এতে কমিউনিটির সচেতনতা, দক্ষতা ও মালিকানাবোধ বৃদ্ধি পায়, যা পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী করতে সহায়তা করে।

উদ্দেশ্য:

পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে কার্যক্রমে স্থানীয় যুবক কম্যুনিটিকে অন্তর্ভুক্তি।

ফলাফল:

পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক জনগণ বিশেষত: যুবকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।

মূল দায়িত্ব:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আইন অনুবিভাগ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর

সহযোগিতায়:

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব অধিদপ্তর

আউটপুট:

পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় যুবক কম্যুনিটিকে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও যুব অধিদপ্তরের সাথে কর্মশালা ও সভা।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

১.৫ পরিবেশ দূষণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে অভ্যন্তরীণ গবেষণা চর্চা জোরদারকরণ

প্রেক্ষাপট:

মন্ত্রণালয়ে পরিবেশ দূষণ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল থাকলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃরত হয় না, যা বরাদ্দ প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যাহত করে। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ গবেষণার মাধ্যমে দূষণের উৎস, মাত্রা ও প্রভাব নির্ণয় করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি চলমান প্রকল্প ও নীতিমালার কার্যকারিতা মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে কর্মকর্তাদের গবেষণামূলক দক্ষতাও বাড়ে এবং ভবিষ্যৎ পরিবেশগত সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ সহজ হয়। বিশেষ করে বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণের মতো জটিল ইস্যুতে আগাম তথ্য ও বিশ্লেষণ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে অভ্যন্তরীণ গবেষণা কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ ও গবেষণা চর্চা জোরদার করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে অভ্যন্তরীণ গবেষণা পরিচালনা

ফলাফল:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গবেষণা ভিত্তিক কৌশল প্রণয়নে সক্ষমতা।

মূল দায়িত্ব:

প্রশাসন অনুবিভাগ

সহযোগিতায়:

অন্যান্য অনুবিভাগ

আউটপুট:

পরিবেশ দূষণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রকাশিত অভ্যন্তরীণ গবেষণা পত্র

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

১.৬ সরকারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রসমূহে পলিথিন ও প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশবান্ধব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রেক্ষাপট:

পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের কারণে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ হ্রাসে সরকারি অফিসসমূহকে নেতৃত্বের ভূমিকায় নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন সংস্থাসমূহে এবং মাঠ প্রশাসনে তালিকাভুক্ত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য এবং বিকল্প পণ্যসামগ্রী ব্যবহার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে পত্র প্রদান করা হয়েছে। তবে সরকারী অফিসসমূহে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার রোধ টেকসইকরণের লক্ষ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের এবিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এবিষয়ে জ্ঞান প্রদানের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত ও পরিবেশবান্ধব জীবনাচারের অভিজ্ঞতা প্রদান করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতালব্ধ শিখন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব অফিস ব্যবস্থাপনা ও জীবনাচারের টেকসই মানসিক উপলব্ধির বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে। এ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীরা পরবর্তীতে নিজ অফিস এবং সমাজে পরিবেশবান্ধব সংস্কারে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

উদ্দেশ্য:

পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের কারণে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ হ্রাসে সরকারি অফিসসমূহকে নেতৃত্বের ভূমিকায় নিয়ে আসার জন্য সরকারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রসমূহে পলিথিন ও প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশবান্ধব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।

ফলাফল:

সরকারি অফিসসহ সার্বিকভাবে সমাজে পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার রোধ।

পাইলটিং:

প্রাথমিক পর্যায়ে বন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিপিএটিসি-তে পলিথিন ও প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশবান্ধব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হবে। ক্রমান্বয়ে সকল সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ ধরণের কার্যক্রম প্রচলন করা হবে।

মূল দায়িত্ব:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আইন অনুবিভাগ

বাস্তবায়নে:

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংযুক্ত প্রশিক্ষণকেন্দ্রসমূহ

আউটপুট:

সকল সরকারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রসমূহে পলিথিন ও প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশবান্ধব প্রশিক্ষণ।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

২. প্রসেস রিফর্ম (Process Reform)

২.১ লিখিত/ ম্যানুয়ালি গৃহীত ও পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগসমূহের নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য অনলাইন সফটওয়্যার প্রচলন

প্রেক্ষাপট:

পরিবেশ সংক্রান্ত লিখিত, ম্যানুয়ালি গৃহীত ও পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিবীক্ষণের জন্য একটি অনলাইন সফটওয়্যার চালু করা প্রয়োজন। এই সফটওয়্যার অভিযোগ গ্রহণ, অগ্রগতি ট্র্যাকিং ও নিষ্পত্তির তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। একই সঙ্গে অভিযোগকারীরা সহজেই ফিডব্যাক পাবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়ও বৃদ্ধি পাবে, যা কার্যক্রমকে অধিক দক্ষ ও গতিশীল করবে।

উদ্দেশ্য:

লিখিত, ম্যানুয়ালি গৃহীত ও পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিবীক্ষণের জন্য একটি অনলাইন সফটওয়্যার চালুকরণ।

ফলাফল:

অভিযোগ গ্রহণ, অগ্রগতি ট্র্যাকিং ও নিষ্পত্তির তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

বাস্তবায়নে:

পরিবেশ দূষণ ও আইন অনুবিভাগ

সহযোগিতায়:

আইসিটি সেল

আউটপুট:

লিখিত, ম্যানুয়ালি গৃহীত ও পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিবীক্ষণের জন্য উপযুক্ত একটি অনলাইন সফটওয়্যার

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

২.২ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের অফিসে ডিনথি ও জিআরএস সিস্টেম প্রচলন

প্রেক্ষাপট:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের অফিসে ডিনথি ও জিআরএস সিস্টেম চালুর মাধ্যমে নথি ব্যবস্থাপনা ও জনঅভিযোগ নিষ্পত্তিতে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। মাঠ পর্যায়ে ডিনথি অফিস পরিচালনায় ডিজিটাল গতিশীলতা আনবে এবং জিআরএস জনগণের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও দ্রুততর করবে। এতে কেন্দ্র ও মাঠ পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে এবং প্রশাসনিক সেবা আরও দক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হবে।

উদ্দেশ্য:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের অফিসে ডিনথি ও জিআরএস সিস্টেম প্রচলন

ফলাফল:

নথি ব্যবস্থাপনা ও জনঅভিযোগ নিষ্পত্তিতে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাস্তবায়নে:

প্রশাসন অনুবিভাগ ও আইসিটি সেল।

সহযোগিতায়:

সংযুক্ত অধিদপ্তর ও সংস্থার সদর দপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ

আউটপুট:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে ডিনথি ও জিআরএস সিস্টেমের ব্যবহার।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

২.৩ প্রধান নদীসমূহের দূষণ নিয়মিত মনিটরিংয়ের জন্য টেকসই 'পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা' ও 'রিভার হেলথ কার্ড' প্রচলন।

প্রেক্ষাপট:

দেশের প্রধান নদীগুলোর পানি দূষণ পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে নজরদারি ও বিশ্লেষণের জন্য একটি টেকসই পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালু করা জরুরি। এ ব্যবস্থার আওতায় স্বয়ংক্রিয় অথবা আধা-স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নদীর পানি, বর্জ্য, জৈব বৈচিত্র্য ও অন্যান্য পরিবেশগত উপাদান নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হবে। এর অংশ হিসেবে 'রিভার হেলথ কার্ড' চালু করা যেতে পারে, যা নদীর স্বাস্থ্যগত অবস্থা (যেমন: পানি মান, অক্সিজেন মাত্রা, দূষণ সূচক, জীববৈচিত্র্য) স্কোর আকারে প্রতিবছর প্রকাশ করবে। এটি নীতিনির্ধারক, গবেষক এবং জনসাধারণের জন্য তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

উদ্দেশ্য:

দেশের প্রধান নদীগুলোর পানি দূষণ পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে নজরদারি ও বিশ্লেষণের জন্য একটি টেকসই 'পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা' ও 'রিভার হেলথ কার্ড' প্রচলন।

ফলাফল:

নদীর স্বাস্থ্যগত অবস্থা (যেমন: পানি মান, অক্সিজেন মাত্রা, দূষণ সূচক, জীববৈচিত্র্য) নিয়মিতভাবে নজরদারি ও বিশ্লেষণ সম্ভব হবে।

বাস্তবায়নে:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন ও আইন অনুবিভাগ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর

আউটপুট:

প্রধান নদীগুলোর পানি দূষণ পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে নজরদারি ও বিশ্লেষণের জন্য একটি টেকসই 'পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা' ও 'রিভার হেলথ কার্ড'।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

২.৪ গৃহীত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর সন্তুষ্টি যাচাইয়ের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার

প্রেক্ষাপট:

মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় গৃহীত অভিযোগ নিষ্পত্তির পর অভিযোগকারীর সন্তুষ্টি যাচাইয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। অনলাইন ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ফিডব্যাক নেওয়া হলে সেবার মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এই পদ্ধতি সেবা গ্রহণকারীর অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক হবে।

উদ্দেশ্য:

গৃহীত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর সন্তুষ্টি যাচাইয়ের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার

ফলাফল:

সেবা গ্রহণকারীর অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়নে:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আইন অনুবিভাগ।

সহযোগিতায়:

আইসিটি সেল

আউটপুট:

অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর সন্তুষ্টি যাচাইয়ের জন্য অনলাইন রেটিং/ফিডব্যাক ব্যবস্থা।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

২.৫ জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ডের প্রকল্প সমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রক্রিয়াকরণের নীতিমালা

প্রেক্ষাপট:

জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ডের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে একটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। বরাদ্দ প্রদানে প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ণয় নীতি (যেমন: অর্থবছরে সমাপ্য প্রকল্প ও সন্তোষজনক অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার পাবে আবার সংশোধনের অপেক্ষাধীন প্রকল্প কম অগ্রাধিকার পাবে) এবং বরাদ্দ চাহিদা প্রদান, যাচাই ও অনুমোদনের ডেডলাইনসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রকল্পগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে। এছাড়া, এই নীতিমালার প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সমন্বয়, মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রণয়ন এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করাও সম্ভব হবে। এই নীতিমালা কার্যকরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় উন্নয়ন কার্যক্রমের সফলতা নিশ্চিত করা যাবে।

উদ্দেশ্য:

জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ডের প্রকল্প সমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রক্রিয়াকরণের নীতিমালা প্রণয়ন।

ফলাফল:

জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ডের প্রকল্প সমূহের অধিকতর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে এবং বরাদ্দ প্রদানকারী ও বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের মধ্যে দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়নে:

জলবায়ু পরিবর্তন অনুবিভাগ ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

আউটপুট:

জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ডের প্রকল্প সমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রক্রিয়াকরণের নীতিমালা

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

২.৬ পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আপিলের প্রক্রিয়াকরণ স্ট্যাটাস প্রদর্শনে অনলাইন ড্যাশবোর্ড

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ অনুসারে পরিবেশ দূষণজনিত কারণে শাস্তির বিষয়ে বাদীপক্ষ আপিল করার সুযোগ পান। উক্ত বিধিমালা অনুসারে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে আপিল কমিটি শুনানি এবং নিষ্পত্তি করেন। বর্তমানে পুরো প্রক্রিয়াকালে আপিলকারীকে পত্র মারফত আপিল আবেদন গ্রহণ, শুনানির তারিখ ও নিষ্পত্তি ফলাফল জানানো হয়। কখনো আপিলকারীও ফোনে বা ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে আপিলের স্টাটাস জেনে নেন। আপিল গ্রহণ হতে নিষ্পত্তি পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার স্ট্যাটাস অনলাইনে ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হলে আপিলকারীগণ, তাদের উকিল ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ উপকৃত হবেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভুক্তভোগীরা ঘরে বসেই অভিযোগ দাখিলের তথ্য, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও নিষ্পত্তির ফল জানতে পারবেন। এটি সময়, খরচ ও হয়রানি হ্রাস করবে এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

ডিজিটাল রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে পর্যালোচনার সুবিধা এবং নীতিগত সংস্কারের ভিত্তিও তৈরি হবে। এই ব্যবস্থার ফলে সেবাপ্রত্যাশী ও প্রশাসনের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।

উদ্দেশ্য:

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আপিলের প্রক্রিয়াকরণ স্ট্যাটাস প্রদর্শনে অনলাইন ড্যাশবোর্ড প্রচলন।

ফলাফল:

আপিল গ্রহণ হতে নিষ্পত্তি পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার স্ট্যাটাস অনলাইনে ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হলে আপিলকারীগণ উপকৃত হবেন এবং সেবাপ্রত্যাশী ও আপিল কর্তৃপক্ষের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়নে:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আইন অনুবিভাগ

সহযোগিতায়:

আইসিটি সেল

আউটপুট:

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আপিলের প্রক্রিয়াকরণ স্ট্যাটাস প্রদর্শনে অনলাইন ড্যাশবোর্ড।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম (Structural Reform)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর-সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোতে সময়ের প্রয়োজনে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পদ-পদবিন্যাসের সার্বিক সংস্কারে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

৩.১ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অর্গানোগ্রাম হালনাগাদকরণ

প্রেক্ষাপট:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের বিস্তৃতি ও আধুনিক চাহিদার প্রেক্ষিতে একটি হালনাগাদ ও সময়োপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন জরুরি। বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কোন অনুবিভাগ নেই। এছাড়া পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন অধিশাখা ও পরিবেশ অনুবিভাগের কার্যক্রমে ওভারল্যাপিং পরিলক্ষিত হয়। এদুটিকে একত্রিত করে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ করা যেতে পারে। কার্যক্রমের বিস্তৃতি ও ধরণ বিবেচনায় বন অধিশাখাকে অনুবিভাগে উন্নীতকরণ এবং এর আওতায় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়ামের প্রশাসনিক কার্যক্রম দেখভালের দায়িত্ব রাখা যেতে পারে। এছাড়া পরিবেশ, বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অর্গানোগ্রাম হালনাগাদকরণ

ফলাফল:

অর্গানোগ্রাম হালনাগাদকরণের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমন ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

মূল দায়িত্ব:

প্রশাসন অনুবিভাগ

সহযোগিতায়:

সকল অনুবিভাগ

আউটপুট:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের হালনাগাদকৃত অর্গানোগ্রাম

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৩.২ পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ

প্রেক্ষাপট:

ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের পুরনো সাংগঠনিক কাঠামোটির সংস্কার প্রয়োজন। পরিবেশ দূষণের বিস্তার ও বহুমুখী ধরণ বিবেচনায় মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমে জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণের মাত্রা পরিমাপের জন্য গবেষণাগারের প্রযুক্তি ও জনবল সংক্রান্ত সক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নেও অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণের ব্যাপকতা বিবেচনায় পানি-মান বিষয়ক গবেষণা, নীতি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য পৃথক ইউনিট থাকা প্রয়োজন। এছাড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত পরিবেশ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের অফিসসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সার্বিকভাবে পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও সরকারের উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ করে কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো বিনির্মাণের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর তার উপর অর্পিত দায়িত্ব অধিকতর দক্ষতার সাথে পালন করতে পারবে।

উদ্দেশ্য:

পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ

ফলাফল:

অর্গানোগ্রাম হালনাগাদকরণের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটির সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

মূল দায়িত্ব:

পরিবেশ অনুবিভাগ ও পরিবেশ অধিদপ্তর

আউটপুট:

পরিবেশ অধিদপ্তরের হালনাগাদকৃত সাংগঠনিক কাঠামো

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৩.৩ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের (BFRI) জনবল সংকট, গবেষণাগারের আধুনিক সরঞ্জামের অভাব, বাজেট সীমাবদ্ধতা, চাহিদাভিত্তিক গবেষণার অভাব ও প্রযুক্তির হস্তান্তরের দুর্বলতা গবেষণার কার্যকারিতা হ্রাস করছে।সরকারি ও বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে গবেষণা চাহিদা সংগ্রহ এবং গবেষণার ফলাফল ও প্রযুক্তি ব্যবহারিক প্রয়োগের লক্ষ্যে হস্তান্তরের জন্য ইনস্টিউটে একটি মার্কেটিং ইউনিট গঠন করা প্রয়োজন। বনভিত্তিক পরিবেশবান্ধব পর্যটন শিল্প গঠনে পৃথক একটি গবেষণা ইউনিট স্থাপন করা যেতে পারে। জেনেটিক্সসহ উন্নত গবেষণার উপযোগী একটি আধুনিক গবেষণাগার প্রয়োজনীয় জনবলসহ স্থাপন করতে হবে। কাঠামোগত সংস্কার বিবেচনায় মালয়শিয়ার FRIM ও আন্তর্জাতিক CIFOR-এর মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। কাঠামোগত এই সংস্কারের মাধ্যমে গবেষণার মানোন্নয়ন ও বনসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য:

বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ

ফলাফল:

বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে গবেষণার মানোন্নয়ন ও বনসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাস্তবায়ন সময়কাল: এপ্রিল ২০২৬

৩.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ

প্রেক্ষাপট:

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে জলবায়ু ফান্ডের আকার ও এর আওতায় প্রকল্প সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ট্রাস্টে জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও ভূমিকাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে এ খাতে কর্মরত উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিওদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর অভিঘাত মোকাবেলার কার্যক্রম সমন্বয়ের প্রয়োজন। এজন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে অভিজ্ঞ ও দক্ষ এবং গবেষণামুখী জনবল নিয়োগকল্পে সাংগঠনিক কাঠামো ও নিয়োগ বিধি সংস্কার করা প্রয়োজন। এসব সংস্কারে ট্রাস্টের কার্যক্রম আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হবে।

উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংস্থাটির সক্ষমতা বৃদ্ধি

ফলাফল:

সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কার্যক্রম আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হবে।

পরিকল্পনা ও নির্দশনা:

জলবায়ু পরিবর্তন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

আউটপুট:

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের হালনাগাদকৃত সাংগঠনিক কাঠামো

বাস্তবায়ন সময়কাল: এপ্রিল ২০২৬

৩.৫ বাংলাদেশ বন শিল্প কর্পোরেশনের পণ্য ডিজাইন ও বহুমুখীকরণের জন্য ডিজাইনার পুল ও ডিজাইন ইউনিট গঠন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ বনশিল্প কর্পোরেশন উন্নত মানের কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র নির্মাণ করলেও আধুনিক ও আকর্ষণীয় ডিজাইনের না হওয়ায় এবং পণ্য বহুমুখী না হওয়ায় বাজারে এর চাহিদা কম। উন্নত ডিজাইন ও পণ্য বহুমুখীকরণে প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও সৃজনশীল ডিজাইনার পুল গঠন করা প্রয়োজন। এ পুলে জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বেসরকারীখাতের অভিজ্ঞ ডিজাইনারদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পুলের ডিজাইনারগণ বাজার মূল্য অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। ডিজাইনার পুলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, ডিজাইন অনুযায়ী আসবাব নির্মাণ ও বাজারজাতকরণ এবং ডিজাইনের বাজার চাহিদা যাচাইয়ের জন্য পৃথক ডিজাইন ইউনিট গঠন করতে হবে। এই উদ্যোগ বাংলাদেশ বন শিল্প কর্পোরেশনের আসবাবপত্রকে আরও মানসম্মত, বাজারোপযোগী ও রপ্তানিমুখী করতে সহায়ক হবে।

উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশ বন শিল্প কর্পোরেশনের পণ্য ডিজাইন ও বহুমুখীকরণের জন্য ডিজাইনার পুল ও ডিজাইন ইউনিট গঠন।

ফলাফল:

বাংলাদেশ বন শিল্প কর্পোরেশনের আসবাবপত্র আরও মানসম্মত, বাজারোপযোগী ও রপ্তানিমুখী করা সম্ভব হবে।

পরিকল্পনা ও নির্দশনা:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আইন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশ বন শিল্প কর্পোরেশন

আউটপুট:

বাংলাদেশ বন শিল্প কর্পোরেশনের পণ্য ডিজাইন ও বহুমুখীকরণের জন্য ডিজাইন ইউনিটসহ হালনাগাদকৃত সাংগঠনিক কাঠামো এবং ডিজাইনার পুল নীতিমালা।

বাস্তবায়ন সময়কাল: এপ্রিল ২০২৬

৩.৬ বাংলাদেশের রাবার বোর্ডের আধুনিকায়ন ও স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের রাবার শিল্পকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন ও রপ্তানি লক্ষমাত্রায় উন্নীত করার জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ডকে আধুনিকায়ন ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। রাবার বোর্ডের কার্যক্রম জনবল, অবকাঠামো ও গবেষণা সুবিধার অভাবে ব্যাহত হচ্ছে। রাবার উৎপাদন ও ব্যবহারের তথ্য ঘাটতি, প্রশিক্ষণ উপকরণ ও আধুনিক গবেষণাগারের অভাব এবং প্রান্তিক চাষিদের জন্য প্রণোদনার অভাব রাবার শিল্পকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থায় বোর্ডের আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে রাবার উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে, মান নিয়ন্ত্রণে আধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপন করতে হবে এবং গবেষণা ও রাবার চাষ সম্প্রসারণে বোর্ডের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বাজার ব্যবস্থাপনা, কৃষক প্রশিক্ষণ ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য বোর্ডকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। স্ট্রাকচারাল রিফর্মের মাধ্যমে বোর্ডের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও লজিস্টিকসের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে রাবার শিল্পের টেকসই উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের রাবার বোর্ডের আধুনিকায়ন ও স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

ফলাফল:

বাংলাদেশের রাবার বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রাবার শিল্পের টেকসই উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রার আয় বৃদ্ধি

পরিকল্পনা ও নির্দশনা:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আইন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

আউটপুট:

বাংলাদেশের রাবার বোর্ডের হালনাগাদকৃত সাংগঠনিক কাঠামো

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৬

৪. পলিসি রিফর্ম (Policy Reform)

৪.১ পানি দূষণ রোধে বিধিমালা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৭৩ বাংলাদেশের পানির গুণমান রক্ষা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত হয়, কিন্তু কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীতে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ প্রবর্তিত হলে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশটি অপ্রয়োগযোগ্য হয়ে পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিধিমালা নেই। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আওতায় পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ এ ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির মানমাত্রা নির্দেশ করা রয়েছে। পানি আইন ২০১৩ এর ২৮ নং ধারাতে পানি দূষণ বিষয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের প্রযোজ্যতাই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নদী, খালবিলসহ ভূপৃষ্ঠের জলাধার ও ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ মাত্রা পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রনের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ আইন বা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় সুস্পষ্ট বিধি নেই। তাই একটি কার্যকর পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

ভূপৃষ্ঠের জলাধার ও ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ মাত্রা পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা প্রণয়ন।

ফলাফল:

ভূপৃষ্ঠের জলাধার ও ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ মাত্রা অধিকতর কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ।

মূল দায়িত্ব:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আইন অনুবিভাগ

সহযোগিতায়:

পরিবেশ অধিদপ্তর

আউটপুট:

পানি দূষণ নিয়ন্ত্রন বিধিমালা

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৪.২ শব্দ দূষণ রোধে বিধিমালা হালনাগাদকরণ

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ, বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো শহরগুলোতে দ্রুত নগরায়ন ও যানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শব্দ দূষণ বিধিমালা ২০০৬ এ বর্ণিত শব্দ দূষণের মানমাত্রা পর্যালোচনার প্রয়োজন। শব্দ দূষণের বিস্তৃতি বিবেচনায় স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে বিধি প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিধিমালায় সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এছাড়া বিধিমালায় শব্দ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধ শনাক্তকরণে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণের তালিকা সুস্পষ্ট নয়। রাস্তা-ঘাট ও হাইওয়েতে যানবাহনের হর্ন ও ইঞ্জিনের কারণে সৃষ্ট শব্দ দূষণের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক আইন প্রয়োগের উপযোগী ব্যবস্থা বিধিমালাতে উল্লেখ করা হয়নি। এসব দুর্বলতা কাটিয়ে বিধিমালাটি হালনাগাদের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে এটি সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য:

নগরায়ন ও যানবাহনের কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শব্দ দূষণ বিধিমালা ২০০৬ হালনাগাদকরণ।

ফলাফল:

নগরায়ন ও যানবাহনের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান শব্দ দূষণ অধিকতর কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ।

মূল দায়িত্ব:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আইন অনুবিভাগ

সহযোগিতায়:

পরিবেশ অধিদপ্তর

আউটপুট:

হালনাগাদকৃত শব্দ দূষণ বিধিমালা ২০০৬

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৪.৩ Nationl Air Quality Management Plan (NAQMP) এ বর্ণিত বায়ু দূষণের কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ

প্রেক্ষাপট:

NAQMP-এ বর্ণিত বায়ু দূষণের কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ জরুরি। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইটভাটা, যানবাহন ও শিল্পের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্গমন মানদণ্ড হালনাগাদ এবং রিয়েল-টাইম বায়ুমানের পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। ঢাকা ও প্রধান শহরে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবেশ অধিদপ্তরের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আইন প্রয়োগ জোরদার করতে হবে। এতে বায়ুমানের উন্নতি ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য:

ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রনের জন্য আধুনিক মানদন্ড ও প্রযুক্তির ব্যবহার, অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জোরদার আইন প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে NAQMP এর কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ।

ফলাফল:

অধিকতর কার্যকরভাবে ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

মূল দায়িত্ব:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও আইন অনুবিভাগ

সহযোগিতায়:

পরিবেশ অধিদপ্তর

আউটপুট:

Nationl Air Quality Management Plan (NAQMP) এ বর্ণিত বায়ু দূষণের হালনাগাদকৃত কর্মপরিকল্পনা

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৪.৪ জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের এপ্রাইজাল ফ্রেমওয়ার্ক

প্রেক্ষাপট:

'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি, ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার নীতিমালা' তে প্রদত্ত নির্দেশনা ও মূল্যায়ন মেট্রিক্স অনুযায়ী প্রকল্প যাচাইপূর্বক অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়। এ ক্ষেত্রে মূল্যায়ন মেট্রিক্সের বাইরেও মোট প্রাক্কলিত ব্যয়, ব্যয় বিভাজন, ক্রয় সংগ্রহ পরিকল্পনা, অর্থায়নের ধরণ, বেজলাইন সার্ভে ইত্যাদিসহ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন উপযোগীতার বিভিন্ন দিক যাচাই করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যাচাইকারী কর্মকর্তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উপর যাচাইয়ের মান নির্ভর করে। একটি আদর্শ এপ্রাইজাল ফ্রেমওয়ার্ক থাকলে যাচাই কাজটি সহজসাধ্য এবং মানসম্মত হবে। এতে সঠিক প্রকল্প যাচাইয়ের মাধ্যমে জলবায়ু ফান্ডের অর্থের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য:

জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের আদর্শ ও মানসম্মত যাচাই নিশ্চিতকল্পে এপ্রাইজাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন।

ফলাফল:

জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের আদর্শ ও মানসম্মত যাচাই নিশ্চিতকরণ।

মূল দায়িত্ব:

জলবায়ু পরিবর্তন অনুবিভাগ

সহযোগিতায়:

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

আউটপুট:

জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের এপ্রাইজাল ফ্রেমওয়ার্ক।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৪.৫ জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে মূল্যায়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন।

প্রেক্ষাপট:

'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি, ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার নীতিমালা'র ৮.৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুযায়ী জলবায়ু ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের মূল্যায়ন আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে করার সুযোগ রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রদত্ত বরাদ্দের টেকসই ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বেসরকারী খাতের পরামর্শকদের দিয়ে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এজন্য নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রদত্ত বরাদ্দের টেকসই ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বেসরকারী খাতের পরামর্শকদের দিয়ে কার্যকরভাবে মূল্যায়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন।

ফলাফল:

বেসরকারী খাতের পরামর্শকদের দিয়ে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প মূল্যায়ন।

মূল দায়িত্ব:

জলবায়ু পরিবর্তন অনুবিভাগ

সহযোগিতায়:

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

আউটপুট:

জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প বাছাই ও মূল্যায়ন নীতিমালা।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ফেব্রুয়ারি ২০২৬

৪.৬ বন অধিদপ্তর ও বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বন অধিদপ্তর বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে, আর বন গবেষণা ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল অনেকসময়ই মাঠ পর্যায়ে বন অধিদপ্তর ব্যবহার করতে পারছে না বা করছে না। আবার ইনস্টিটিউট অনেকক্ষেত্রেই বন অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না। এই ব্যবধান দূর করতে একটি কার্যকর নীতিমালা/ নির্দেশিকা প্রণয়ন করে সংস্থা দুটি'র কার্যক্রমের সমন্বয় জরুরি।

নীতিমালার আওতায় যৌথ পরিকল্পনায় কাজ করলে মানবসম্পদ ও বাজেট আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার সম্ভব হবে। এ ধরণের কার্যকর সমন্বয় বন সংরক্ষণ, পুনর্বনায়ন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গবেষণাভিত্তিক সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা গ্রহণ করতে অধিকতর সহায়ক হবে এবং বন সংরক্ষণের সাফল্য বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দেশ্য:

বন সংরক্ষণ, পুনর্বনায়ন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গবেষণাভিত্তিক সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা গ্রহণের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ও বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন।

ফলাফল:

বন অধিদপ্তর ও বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন।

মূল দায়িত্ব:

প্রশাসন অনুবিভাগ

সহযোগিতায়:

বন অধিদপ্তর ও বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

আউটপুট:

বন অধিদপ্তর ও বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

পাইলট উদ্যোগ:
সরকারি প্রশিক্ষণকেন্দ্রসমূহে পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা

সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর ২০২৫

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা

সমস্যার কারণ (Causes of the Problem):

১. পলিথিন ও প্লাস্টিক দূষণ মানবদেহে ক্যান্সারসহ মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টির জন্য দায়ী।
২. মাটির উর্বরাশক্তি, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক খাদ্য শৃংখলেও এর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।
৩. এ দূষণ নদী ও সমুদ্র দূষণ বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন সরবরাহ হ্রাসসহ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হিসেবেও চিহ্নিত।
৪. বাংলাদেশ তার নিজ আইন অনুসারে ও পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে পরিবেশ সুরক্ষায় এবং পলিথিন ও প্লাস্টিক দূষণরোধে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে।
৫. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বিগত ২০০২ সালে পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে।
৬. 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' এর আওতায় সরকার ২০২৪ সালের আগস্টে ১৭টি পণ্যকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক হিসেবে চিহ্নিত করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
৭. সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক Phase-Out করার প্রথম ধাপে Straw, Stirrer ও Cotton Bud- এর উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ এবং ব্যবহার ০১ জুন ২০২৫ তারিখ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
৮. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ. সংস্থা এবং মাঠ প্রশাসনকে তালিকাভুক্ত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ এবং বিকল্প পণ্য ব্যবহার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
৯. পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক দূষণ হতে জনগণকে সচেতন করতে সরকারি কর্মকর্তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের প্রয়োজন হলেও সরকারী অফিসসমূহে এ বিষয়ে আরও সচেতন ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার অবকাশ রয়েছে।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা

সমস্যার সমাধানের উপায় (Wayout):

১. সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (SUP) পণ্যের ব্যবহার রোধে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
২. সরকারী অফিসসমূহে SUP পণ্যের ব্যবহার রোধে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষিত করতে হবে।
৩. প্রশিক্ষণকালে ক্লাসরুম, ডরমিটরিসহ প্রশিক্ষণ এলাকায় পলিথিন ও SUP পণ্য ব্যবহৃত হবে না।

৪. একান্ত প্রয়োজনীয় SUP পণ্য পৃথক রিসাইকেল বিনে ফেলতে হবে।
৫. প্রশিক্ষণার্থীগণ ক্লাশরুম জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনাচারের মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ শিখনের সুযোগ পাবেন।

প্রত্যাশিত ফলাফল (Result):

১. প্রশিক্ষণ শেষে তারা নিজ নিজ অফিস এবং সমাজে পলিথিন ও প্লাস্টিক পণ্য পরিহার ও পরিবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করবেন।
২. সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাদের এ ধরনের উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে, যা নাগরিক পর্যায়েও সচেতনতা তৈরি করবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

সরকারি প্রশিক্ষণকেন্দ্রসমূহে পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা (বিপিএটিসি ও বন অধিপ্তরের আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ)

উদ্যোগী:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়:

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
- বন অধিদপ্তর

বাস্তবায়নকারী:

- বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)
- ফরেস্ট একাডেমি

পাইলটিংয়ের স্থান:

- বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)
- ফরেস্ট একাডেমি

স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য:

- প্রশাসনিক ও পরিবেশগত গুরুত্ব
- অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা
- প্রশাসনিক অভিগম্যতা

যৌক্তিকতা:

- কর্মপরিধি ও কাজের নতুনত্ব বিবেচনায় সংস্কার প্রস্তাবটির পাইলটিং প্রয়োজন
- পাইলটিংয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের একটি মডেল প্রস্তুত করা হবে
- মডেলটি পরবর্তীতে সকল সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ব্যবহার করা হবে

পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত :

শুরু: অক্টোবর ২০২৫; সমাপ্ত; মার্চ ২০২৬

নীতিনির্ধারক:

- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ প্লাস্টিক মুক্ত অফিস ব্যবস্থাপনা প্রচলনে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করবেন।
- সফল পাইলটিং অন্য সরকারি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে এ ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় নীতিনির্ধারণী সহায়তা দেবে।
- পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক পণ্য রোধে সরকারের আইন ও নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা:

- অভিজ্ঞতালব্ধ শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে পরিবেশবান্ধব অফিস ব্যবস্থাপনা ও জীবনাচার সম্পর্কে টেকসই মানসিক উপলব্ধির বিকাশ ঘটবে।

নাগরিক সমাজ:

- সরকারি প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে, যা নাগরিক পর্যায়েও সচেতনতা তৈরি করবে।

অর্থ সাশ্রয়:

- পাইলটিং কার্যক্রমটি পলিথিন ও প্লাস্টিক দূষণ হ্রাসে সরকারের আইন ও নীতি বাস্তবায়ন এবং পরিবেশবান্ধব সমাজ গঠনে সহায়ক হবে বিধায় এর আর্থিক সাশ্রয়ের পরিমাণ অপরিমেয়।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে? (Stakeholder Analysis & their Management)

স্টেকহোল্ডার অ্যানালাইসিস

উচ্চ আগ্রহ নিম্ন প্রভাব

১) পরিবেশ সংগঠন
২) এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যেমন UNIDO, GIZ)

নিম্ন আগ্রহ নিম্ন প্রভাব

১) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দু'টির স্টাফ
২) জনগণ

উচ্চ আগ্রহ উচ্চ প্রভাব

১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৪) কোর্স ব্যবস্থাপনা দল

নিম্ন আগ্রহ উচ্চ প্রভাব

১) প্রশিক্ষণার্থীর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
২) প্রশিক্ষণার্থী
৩) পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা
৪) ক্রয় কার্যক্রমে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারি

স্টেকহোল্ডার ম্যানেজমেন্ট

ক্রমিক	স্টেকহোল্ডার	ভূমিকা/ ব্যবস্থাপনা
	উচ্চ আগ্রহ উচ্চ প্রভাব	
১.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার বন্ধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে
২.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	বিপিএটিসিকে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করা হবে
৩.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সার্বিক নির্দেশনা ও ব্যবস্থপনার ভূমিকায় থাকবে
৪.	কোর্স ব্যবস্থাপনা দল	উপযুক্ত কারিকুলাম ও কোর্স ডিজাইনের দায়িত্ব দেয়া হবে
	উচ্চ আগ্রহ নিম্ন প্রভাব	
১.	পরিবেশ সংগঠন	সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণের অনুরোধ করা হবে
২.	এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যেমন UNIDO, GIZ)	সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ করা হবে
	নিম্ন আগ্রহ উচ্চ প্রভাব	
১.	প্রশিক্ষণার্থীর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	নির্দেশনা ও পত্র প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করা হবে
২.	প্রশিক্ষণার্থী	উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ডিজাইনের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা হবে
৩.	পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী	বর্জ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণকালে ব্যবহৃত পলিথিন ও প্লাস্টিক পণ্য রিসাইকেলের উদ্দেশ্যে পৃথকীকরণ করার জন্য ব্রিফিং করতে হবে
৪.	ক্রয় কার্যক্রমে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারি	পলিথিন ও প্লাস্টিকের বিকল্প পণ্য এবং প্রয়োজনীয় রিসাইকেল বিন ক্রয়ের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
	নিম্ন আগ্রহ নিম্ন প্রভাব	
১.	বিপিএটিসির স্টাফ	ব্রিফিং করতে হবে
২.	জনগণ	গণ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে? (Resource Mobilization)

প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত স্টেশনারি পণ্য:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশিত বিকল্প পণ্য

কাটলারিজ:

খাদ্য পরিবেশনের সময় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক পণ্যের পরিবর্তে বিকল্প পণ্য

প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও ডরমিটরিতে ব্যবহৃত পণ্য:

- প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও ডরমিটরির বিভিন্ন স্থানে 'সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' লিখিত বোর্ড স্থাপন
- ওয়াটার ফিল্টার ও কাগজের ওয়ান টাইম ইউজ গ্লাস
- প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলার জন্য পৃথক রিসাইকেল বিন

লিফলেট ও ওয়ার্কশপ:

প্রশিক্ষণকেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে সচেতন করার জন্য লিফলেট, ওয়ার্কশপ ও ব্রিফিং সেশন

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল:

- প্রস্তাবিত প্লাস্টিকমুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করতে হবে
- প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় লিফলেট, ব্রিফিং ও প্লাস্টিক মুক্ত ব্যাগ ও স্টেশনারিজ সরবরাহ করতে হবে।

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম (Details of Activities)

ক্রমিক	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
১.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা জারি	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
২.	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্দেশনা জারি	বিপিএটিসি ফরেস্ট একাডেমি	০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
৩.	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার রোধের কৌশল নির্ধারণ	বিপিএটিসি ফরেস্ট একাডেমি	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
৪.	প্রশিক্ষণ বাবদ 'সবুজ ক্রয় পরিকল্পনা"	বিপিএটিসি ফরেস্ট একাডেমি	২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	প্রয়োজনীয় স্টেশনারি, কাটলারিজ ও অন্যান্য
৫.	সবুজ ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	বিপিএটিসি ফরেস্ট একাডেমি	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	চলবে
৬.	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন	বিপিএটিসি ফরেস্ট একাডেমি	অক্টোবর ২০২৫	চলবে

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে? (Sustainability Strategies)

- পরিবেশ বান্ধব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ধারণাটি ক্রমান্বয়ে সকল সরকারি প্রশিক্ষণসমূহে রেপ্লিকেট করা হবে
- কার্যক্রমটি মনিটরের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়), মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন মনিটরিং কমিটি, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভিত্তিক বাস্তবায়ন মনিটরিং কমিটি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে গঠিত পরিবেশ কমিটি থাকবে।
- সফল ও টেকসইভাবে প্রস্তাবিত পরিবেশ বান্ধব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিবেশ পদকের জন্য বিবেচিত হতে পারে।

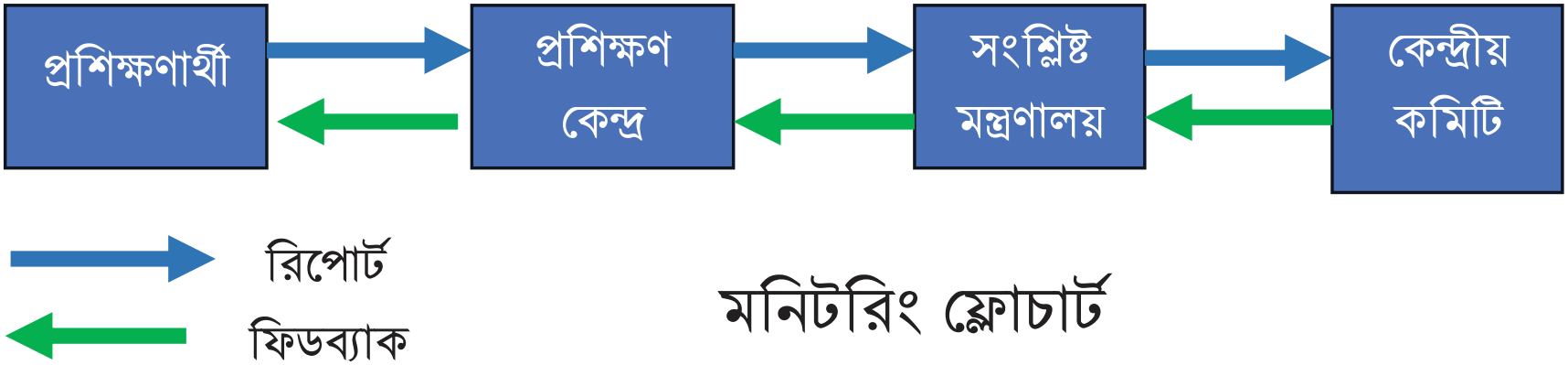

মনিটরিং ফ্লোচার্ট

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

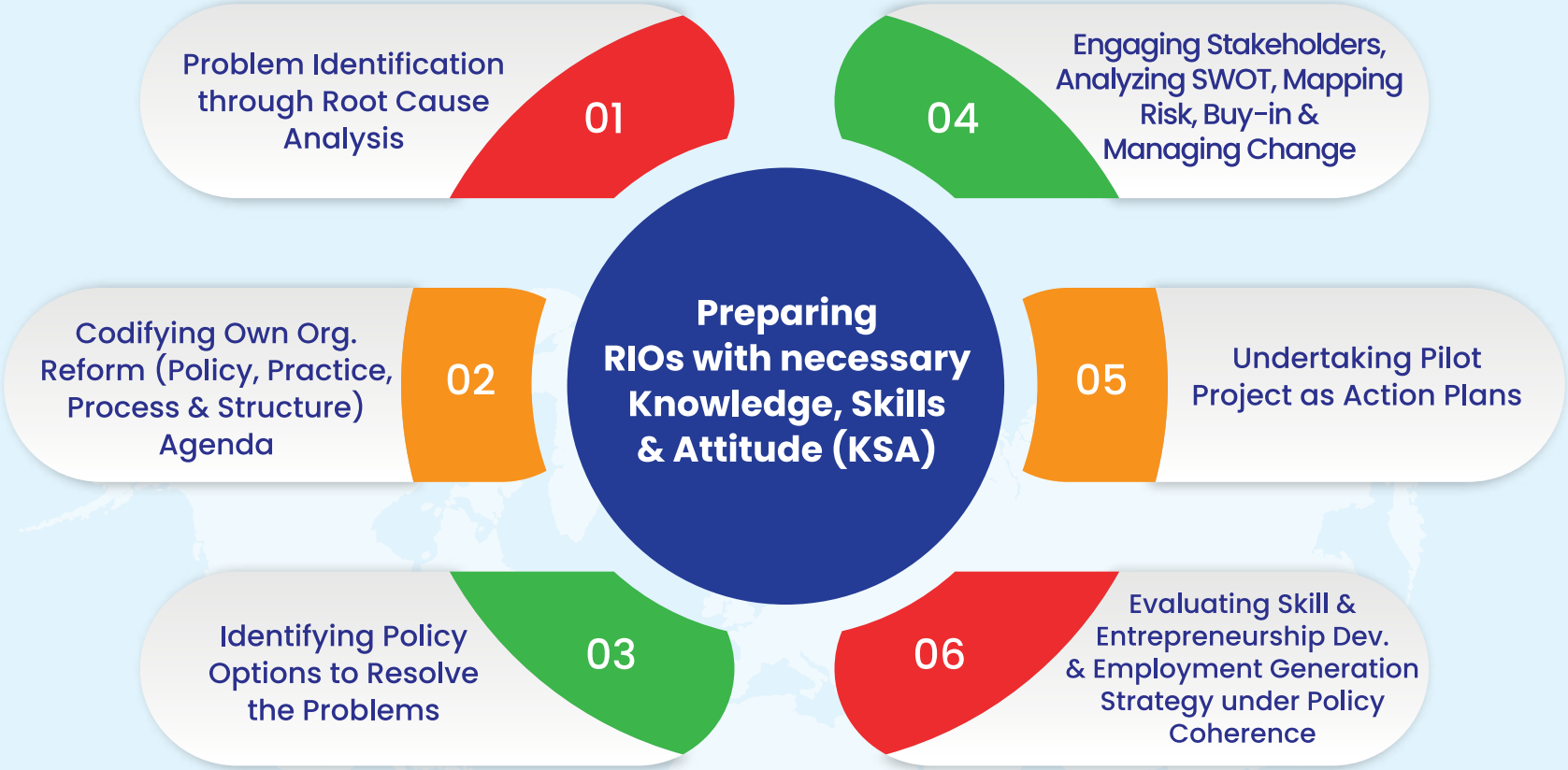

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়